জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৯ | সংখ্যা ৮ | ১৪৩৩

Year 9 | Volume 8 | 2026

ISSN 2789-780X

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৯ | সংখ্যা ৮ | ১৪৩৩
Year 9 | Volume 8 | 2026

উপদেষ্টা
মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি
মহাপরিচালক

সম্পাদক
ড. মোঃ মারুফ নাওয়াজ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান)

নির্বাহী সম্পাদক
আইরিন সুলতানা
উপপরিচালক (গবেষণা, চ. দা.)

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ
তানিয়া খান, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার
সালমা আহ্‌মেদ, সহকারী অধ্যাপক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
মোঃ সোহেল পারভেজ, উপপরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা সহযোগী
মো. মাসুম-উল-আলম, সহকারী পরিচালক (বেতার অনুষ্ঠান প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা সহকারী
কাজী ওমর খৈয়াম, সহকারী গ্রন্থাগারিক

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৯	সংখ্যা ৮	১৪৩৩
Year 9	Volume 8	2026

সম্পাদক : ড. মোঃ মারুফ নাওয়াজ

নির্বাহী সম্পাদক : আইরিন সুলতানা

প্রকাশক : মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : লায়লা তানজিন তিসা

কম্পিউটার কম্পোজ : হৃদয় চন্দ্র দাস

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১, নয়াপল্টন, ঢাকা

মূল্য : ১০০ (একশত)

Price : 100 (One Hundred) Taka

পরিবেশক : জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৫৫০৭৯৪২৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২৫৫০৭৯৪৪৩
email: dg@nimc.gov.bd
Website: www.nimc.gov.bd

Contact
National Institute of Mass Communication
125/A, Darus Salam, A. W. Chowdhury Road, Dhaka-1216
Phone; 55079428, Fax: +880255079443
email: dg@nimc.gov.bd
Website: www.nimc.gov.bd

মুখবন্ধ

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নালের ৮ম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মানবসমাজের বিবর্তন, সংস্কৃতির বহুমাত্রিক রূপান্তর এবং যোগাযোগের আধুনিকতম মাধ্যমের এক অপূর্ব মেলবন্ধন নিয়ে আমাদের এবারের এই আয়োজন। এই সংখ্যাটি গণমাধ্যমের গতি প্রকৃতি ও শিল্প সংস্কৃতি চর্চার পরিধিকে শানিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান সংখ্যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, নাট্যকলা, চারুকলা, চলচ্চিত্র ও ফোকলোর বিষয়ক ৮টি প্রবন্ধ গভীর গবেষণার স্মারকচিহ্ন। আপাতদৃষ্টিতে এই বিষয়গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন স্রোতধারা মনে হলেও, এদের শেকড় প্রোথিত রয়েছে মানুষের আত্মপ্রকাশ ও সমাজ বাস্তবতার গভীরে। ফোকলোর বা লোকজ সংস্কৃতি যেমন আমাদের হাজার বছরের শেকড়ের সন্ধান দেয়, চারুকলা ও নাট্যকলা তেমনি মানুষের সৃজনশীলতা, আবেগ ও প্রতিবাদের দৃশ্যমান রূপকে তুলে ধরে। অন্যদিকে, চলচ্চিত্র এই দৃশ্যকাব্যকে দিয়েছে কালজয়ী ফ্রেম আর বিস্তৃতি। আর বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই সমস্ত শিল্প ও ঐতিহ্যকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নিজেই গড়ে তুলেছে নতুন এক বৈশ্বিক যোগাযোগ-সংস্কৃতি। প্রাচীন লোকগাথা থেকে শুরু করে আজকের ডিজিটাল ক্যানভাস— সবই আসলে মানুষের গল্প বলার অনন্ত যাত্রার একেকটি রূপ।

তথ্য ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই সময়ে তথ্যপ্রবাহ ও এর প্রভাব নিয়ে দুটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু অপপ্রচার, ভুল তথ্য ও ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে এতে আলোকপাত করা হয়েছে। বাকি ছয়টি প্রবন্ধে আমাদের জীবন ও সমাজের নানা চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এই লেখাগুলো জার্নালে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে নির্বাচিত করেছে। আশা করা যায়, এই জার্নালের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধগুলো আমাদের শিল্প সাহিত্যের দর্পণ হিসেবে কাজ করবে।

এই জার্নালে যারা লেখা জমা দিয়েছেন এবং যাদের লেখা নির্বাচিত হয়েছে সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। এছাড়া এই জার্নালটি প্রকাশের জন্য সম্পাদনা পর্ষদের সব সদস্য এবং প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বাংলাদেশের গণমাধ্যমকর্মী, সাংবাদিক, গবেষকসহ সব পাঠক এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলোর বিশ্লেষণ থেকে উপকৃত হবেন।

পরিশেষে, বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সম্মানিত সচিব মহোদয়সহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মুহম্মদ হিরুজ্জামান, এসডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও যোগাযোগব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম নিয়ে নতুন করে ভাবনার প্রয়োজনীয়তা আজ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতায় দাঁড়িয়েছে। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিশ্বব্যাপী বিস্তার এবং নাগরিক অংশগ্রহণের নতুন রূপ গণমাধ্যম গবেষণাকে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক ও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। এই রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নালের অষ্টম সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে যা কেবল একটি গবেষণাপত্র সংকলন নয়, বরং সমকালীন বাংলাদেশের গণমাধ্যম, দৃশ্যশিল্প, শিক্ষা এবং লোকসংস্কৃতির এক গভীর ও বহুমাত্রিক প্রতিফলন।

গত এক দশকে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল যোগাযোগের বিস্তার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন পরিসর তৈরি করেছে। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা আজ জনমত গঠন, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং নাগরিক অংশগ্রহণের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সংঘটিত ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 'চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব এই লেখার অন্যতম কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। গবেষণায় দেখা যায়, 'জেনারেশন জেড' বা ডিজিটাল নেটিভরা এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে সংগঠন, সংহতি এবং প্রতিরোধের এক নতুন ভাষা তৈরি করেছে।

তবে এই ডিজিটাল বাস্তবতা আমাদের সামনে এক দ্বৈত সংকটও উপস্থিত করেছে। একদিকে প্রযুক্তি যেমন নাগরিক কণ্ঠকে শক্তিশালী করেছে, অন্যদিকে রাষ্ট্র ও ক্ষমতার কাঠামোর কাছে এটি নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের নতুন অস্ত্র হয়ে উঠেছে। 'নেটওয়ার্ক সমাজ' ও 'ম্যাস সেল্‌ফ-কমিউনিকেশন'-এর এই যুগে তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতা বনাম ডিজিটাল নিরাপত্তার দ্বন্দ্ব সমকালীন গণমাধ্যম অধ্যয়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ডিজিটাল যুগের অন্যতম অভিশাপ হলো ভুয়া সংবাদ (Fake News) ও অপতথ্যের বিস্তার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেমন সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তেমনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম ও 'ইকো-চেম্বার' প্রভাব বিভ্রান্তির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ভুয়া সংবাদ' শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের উপায় বিশ্লেষণ'- নামধেয় এই লেখায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, যা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্ম দিচ্ছে। এই সংকট মোকাবিলায় কেবল আইনগত ব্যবস্থা

যথেষ্ট নয়; বরং গণমাধ্যম সাক্ষরতা (Media Literacy) এবং তথ্য যাচাইয়ের (Fact-checking) সংস্কৃতি গড়ে তোলা আজ নাগরিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণমাধ্যম কেবল সংবাদ বা তথ্যের বাহন নয়, এটি শিল্পের এক সংবেদনশীল প্রকাশভঙ্গিও বটে। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলায় বিশিষ্ট শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়ার অবদান শীর্ষক লেখায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর ছাপচিত্রে রঙের সংযমী ব্যবহার এবং টেক্সারের সূক্ষ্ম বিন্যাস আমাদের দৃশ্যমানতার বাইরে এক অন্তর্মুখী অনুভূতির দিকে নিয়ে যায়। কিবরিয়ার শিল্পদর্শন আন্তর্জাতিক আধুনিকতার সঙ্গে এই ভূখণ্ডের নীরবতার এক অনন্য সংলাপ তৈরি করে।

অন্যদিকে, গণমাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি একটি গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আমাদের চলচ্চিত্র ও নাটকে প্রান্তিক মানুষ, বিশেষ করে নারী ও যৌনকর্মীদের উপস্থাপন প্রায়শই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতার কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 'বাপজানের বায়োস্কোপ' চলচ্চিত্রের সমালোচনামূলক পাঠের মাধ্যমে গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, উপস্থাপনের আড়ালে কীভাবে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি সক্রিয় থাকে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বা কেট মিলেটের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে এই প্রতিনিধিত্বের সংকটগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যা পাঠককে গণমাধ্যমকে নতুন ও সমালোচনামূলক চোখে দেখতে শেখাবে।

শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক করতে 'থিয়েটার ইন এডুকেশন' বা শিক্ষা-নাটকের গুরুত্ব এই জার্নালের লেখার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। মুখস্থনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির বিপরীতে নাটক কীভাবে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, সহমর্মিতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তার বিকাশ ঘটায়, তা গবেষণামূলকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের সমৃদ্ধ লোকজ ঐতিহ্য যাত্রা, পালাগান ও মুক্ত নাটককে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য।

শেকড়ের সন্ধানে এই জার্নাল আরও গভীরে প্রবেশ করেছে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' এবং মধ্যযুগের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। 'কিত্তনখোলা' যেমন গ্রামীণ মেলার আড়ালে প্রান্তিক মানুষের শোষণ ও অস্তিত্বের উপাখ্যান শোনায়, তেমনি সর্পদেবী মনসার আরাধনা আমাদের আদিম লোকবিশ্বাস ও নারীশক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার এক কালজয়ী দলিল উপস্থাপন করে। বিশ্বায়নের এই যুগে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা কেবল আবেগের বিষয় নয়, বরং এটি আমাদের জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট দীর্ঘকাল ধরে দেশে গণমাধ্যম গবেষণা ও প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এই জার্নাল সেই নিরন্তর প্রচেষ্টারই একটি আকর। এখানে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি লেখা ডিজিটাল রাজনীতি বা লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দেবে।

আমরা এই জার্নালের সব লেখক, গবেষক ও পর্যালোচকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি। তিনি সব সময় একটি চমৎকার অ্যাকাডেমিক জার্নাল প্রকাশের জন্য খোঁজ-খবর নিয়ে এবং প্রেরণা দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন। বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ), ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক গবেষণা (চ.দা.), সহকারী পরিচালক (বেতার. অনু. প্রশি.) এবং সহকারী লাইব্রেরিয়ানকে এই জার্নাল প্রকাশের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ডিজিটাল যুগের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং জটিল পরিবেশে সত্যের পক্ষে থাকা এবং শেকড়কে ধারণ করা আমাদের সম্মিলিত দায়বদ্ধতা। আশা করি, এই অষ্টম সংখ্যাটি পাঠকের মনে নতুন সংবেদনশীলতা ও জিজ্ঞাসার জন্ম দেবে।

(ড. মোঃ মারুফ নাওয়াজ)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান)
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ভুয়া সংবাদ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ **মোহাঃ মাহামুদুল হক**	১৩
সেলিম আল দীনের কিত্তনখোলা নাটকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপায়ণ **তানভীন নাফিসা মীম**	৪৩
শিল্পী মো. কিবরিয়া : ছাপচিত্রে রূপ, রং ও ভাবনার নির্মাণ **ড. নিত্যানন্দ গাইন**	৬৩
চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব **মো. অবেদুল্লাহ**	৭৯
বাংলাদেশের মঞ্চনাটক : পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা **মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি ও মাসুমুল আলম**	১০৯
বঙ্গদেশে সর্পদেবী মনসা পূজা : বর প্রাপ্তির প্রত্যাশা **প্রিছিলা সুলতানা**	১৩৫
Drama, Dialogue and Development : Positioning Theatre in Education (TiE) in the Bangladeshi Schooling System **Musharraf Hossain Tansen**	১৪৯
The Politics of Representation of Sex-Workers in Bangladeshi Films : A Critical Reading of Bapjaner Bioscope **Abdur Razzak**	১৬৭

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ভুয়া সংবাদ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

মোহাঃ মাহামুদুল হক

সাম্প্রতিককালে অপপ্রচারের (propaganda) হাতিয়ার হিসেবে ভুয়া সংবাদ (fake news), মিথ্যা তথ্য (false information), অপতথ্য (disinformation) ও গুজব (rumor) ব্যাপকভাবে সংবাদমাধ্যম, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে। ডিজিটাল প্রতিবেশে গুজব বা ভুয়া সংবাদ এখন মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী গুজব ছড়াচ্ছে। বাংলাদেশের তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার ২০২৪ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শনাক্ত করেছে ২৯১৯টি ভুল তথ্য এবং ২০২৫ সালে শনাক্ত করেছে ৪১৯৫টি ভুল তথ্য, যা প্রায় ৩০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৫ সালে গণমাধ্যম প্রতিবেদনে ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে ১১০টি। সংকটকালীন ভুয়া সংবাদের দৌরাত্ম্য আরও বাড়ে। এজন্য ভুয়া সংবাদ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে গবেষণা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে বিভিন্ন দেশে। কীভাবে সত্যানুসন্ধান করা যায়– এ নিয়ে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞগণ ও সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। অ্যাকাডেমিক পঠন-পাঠনেও আগ্রহের অন্যতম বিষয় ভুয়া সংবাদ। কেননা, এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশই বাড়ছে। বিশেষ করে জনমত ও ঘটনার ওপর ভুয়া সংবাদের ব্যাপক প্রভাব থাকার কারণে কীভাবে তা ঠেকানো যায় তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার বড় আর্থিক বিনিয়োগও করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া সংবাদ নিয়ে আগে কখনো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি জানায় জার্মান সরকার (গার্ডিয়ান, ৯ জুন ২০১৭)। এজন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভুয়া সংবাদ প্রত্যাহারের বিধান রেখে জার্মানি নেটওয়ার্ক এনফোর্সমেন্ট অ্যাক্ট পাশ করে ২০১৭ সালে। কীভাবে ভুয়া সংবাদ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট অনুসন্ধান করেছে (Harriss & Raymer (2017)। ভুয়া সংবাদ প্রচারের শাস্তির বিধান রেখে সিঙ্গাপুর ২০১৯ সালে আইন পাশ করেছে। আইনটি ব্যাপক সমালোচনার মধ্যেও পড়ে। তাই ভুয়া সংবাদ চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধ করা একটি দেশের জন্য চ্যালেঞ্জও বটে। সারা বিশ্বের মিডিয়া সংস্কৃতিতে মিথ্যা তথ্য ও ভুয়া সংবাদ জটিল সংকট সৃষ্টি করেছে (হক, ২০১৮)। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই এখন বিষয়টি মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। কারণ গবেষণায় প্রমাণিত যে ভুয়া সংবাদ আসল সংবাদের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছড়ায় (Vosoughi & Aral, 2018)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দ্রুত ভুয়া সংবাদ প্রস্তুত ও প্রচার করা সহজতর হচ্ছে। ভুয়া ভিডিও বা 'ডিপফেক' ভিডিও তৈরি হচ্ছে। ডিজিটাল অধিকার নিয়ে কাজ করা অলাভজনক সংস্থা সেন্টার ফর কাউন্টারিং ডিজিটাল হেট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অল্প কয়েক দিনেই ইলন মাস্কের মালিকানাধীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক গ্রোক চ্যাটবট

আনুমানিক ৩০ লাখ অশ্লীল ডিপফেক ছবি তৈরি করেছে, যার একটি বড় অংশই নারী ও শিশুদের নিয়ে। এরপর চ্যাটবট গ্রোকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট অনুযায়ী (প্রথম আলো, ২৮ জানু ২০২৬)। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে এক্সকে ১২ কোটি ইউরো জরিমানা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আইন দিয়ে জেল-জরিমানাই কি সমাধান ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে নাকি প্রযুক্তিগত, দৃষ্টিভঙ্গি-আচরণগত বা নীতিগত সমাধান প্রয়োজন? এসব উত্তর খুঁজতেই এমন ডিজিটাল ও গণমাধ্যমঘন প্রতিবেশে ভুয়া সংবাদ নিয়ে প্রযুক্তিগত ও সমাজতাত্ত্বিক পঠন-পাঠন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভুয়া সংবাদ নিয়ে তেমন কোনো সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়নি। বর্তমান নিবন্ধে তাই ভুয়া সংবাদের ধারণায়ন, ভুয়া সংবাদের গতি-প্রকৃতি-প্রভাব ও শনাক্তকরণ-প্রতিরোধ পদ্ধতি অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যসমূহ

ক. ব্যক্তিগত ও সামাজিক মনোজগতে ভুয়া সংবাদের প্রভাব বিশ্লেষণসহ এর তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত আলোচনা;

খ. বাংলাদেশে প্রধান কয়েকটি ভুয়া সংবাদ বিশ্লেষণ এবং ভুয়া সংবাদ বিচ্ছুরণের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান;

গ. ভুয়া সংবাদ শনাক্তকরণ পদ্ধতি ও প্রতিরোধের উপায় অন্বেষণ।

পদ্ধতি

প্রধানত মাধ্যমিক উৎস যেমন বই, গবেষণা রিপোর্ট, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গণমাধ্যম রিপোর্ট এবং ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক থেকে ভুয়া সংবাদ ও ভুয়া সংবাদের ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি গুণগত বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী কাজ।

ভুয়া সংবাদের ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনা

গুজব ও অপপ্রচারের ঘনঘটা সব যুগেই ছিল। প্রচারণা (propaganda) অর্থে অপপ্রচার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর মিথ্যা ও চমকপ্রদ তথ্য সংবাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হয় বহুকাল ধরেই। উনিশ শতকে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার ও ইন্টারনেটের আবির্ভাবে ভুয়া সংবাদের আঙ্গিক ও আগ্রাসন বেড়েছে। গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্করের পর মুদ্রণ মাধ্যম বিশেষ করে সংবাদপত্র বিকাশিত হতে থাকলে ভুয়া সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। কখনো সংবাদপত্রের কাটতি বাড়াতে ইচ্ছাকৃতভবে ভুয়া সংবাদ প্রকাশ করা হতো আবার কখনো উৎস সংবাদপত্রকে প্রতারিত করতে ভুয়া সংবাদ ছাপাতো। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটার বার্তায় ভুয়া সংবাদ

বিষয়টি আলোচনায় আসে সবচেয়ে বেশি। প্রথাগত গণমাধ্যমের বিশ্লেষণী প্রতিবেদনকে ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত একাই তাঁর টুইটারে ৭৩ বার টুইট করেন এবং বড় হরফে বলেন 'FAKE NEWS' (Rosen, 2017)। তিনি আসলে বিশেষ কোনো সংবাদ বা প্রতিবেদনকে নয় বরং সরাসরি প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম যেমন সিএনএন, এমএসএনবিএস বা নিউওর্য়াক টাইমসকে দোষারোপ করেন (Rosen, 2017)।

সম্রাট কনস্টানটাইন (২৮৫-৩৩৭ খ্রি.) The Donation of Constantine টাইটেলে ক্যাথলিক চার্চকে পশ্চিম রোমান সম্রাজ্যে বিশাল জমি প্রদানের যে গল্প লিখেছিলেন তা ছিল ভুয়া। ১১৫০ সালে ইউরোপিয়ান শাসককে সহযোগিতা করতে প্রেস্টার জনের লেখা চিঠি ছিল উড়ো ও ভুয়া। পরে প্রেস্টার জন নামে কাউকে পাওয়া যায়নি। জোতির্বিজ্ঞানী টেলোন্ডোর ১১৮৪ সালে লেখা ভুয়া চিঠিতে বলা হয়েছিল বিশ্ব ধ্বংস হচ্ছে ১১৮৬ সালে। ক্রাউলান্ডের সন্ন্যাসীরা ১৪১৩ সালে 'হিস্টরি অব ক্রাউল্যান্ড' আইনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে বিরোধপূর্ণ জমির মামলায় জয়ী হয়। এ ভলিয়ুম ছিল ভুয়া। ১৫৯৩ সালের দিকে বালকের স্বর্ণের দাঁত আবিষ্কার করে ১৪৫ পৃষ্ঠার ভুয়া গল্প লিখেন জ্যাকব হোর্স্ট। ১৬৩৭ সালে পারিসে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় বলা হয় যে এক নারী পুরুষ ছাড়াই সন্তান জন্ম দিয়েছে। আদালতও বিষয়টি গ্রহণ করে। কিন্তু পরে তদন্তে ওই পুস্তিকার খবর ভুয়া প্রমাণিত হয়।

১৮৩৫ সালে দ্য নিউইয়র্ক সান বিখ্যাত এক জোতির্বিজ্ঞানীকে উদ্ধৃত করে চাঁদে মানুষ ও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে ভুয়া সিরিজ রিপোর্ট করে। সিরিজের প্রথম রিপোর্টের খণ্ডাংশ নিচে দেওয়া হলো।

রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ১৯৩৩ সালে হিটলার মিনিস্টার ফর প্রোপাগান্ডা হিসেবে জোসেফ গোয়েবলসকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। প্রোপাগান্ডা হচ্ছে কৌশলে মিথ্যার সংমিশ্রণ। গুজব হচ্ছে প্রোপাগান্ডার অন্যতম অস্ত্র।

সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী Lee Kuan Yew-এর মৃত্যুর ভুয়া সংবাদও ২০১৫ সালের ১৮ মার্চ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিবেশিত হয়। Lee Kuan Yew মারা যান ২৩ মার্চ ২০১৫। এমনকি, মূলধারার কিছু গণমাধ্যমও এ ভুয়া সংবাদ প্রচার করতে থাকে। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থাচার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং

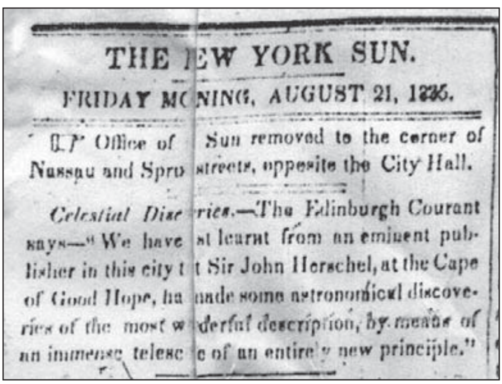
THE EW YORK SUN.
FRIDAY MC NING, AUGUST 21, 1835.
Office of Sun removed to the corner of Nassau and Spru streets, opposite the City Hall.
Celestial Disc ries.—The Edinburgh Courant says—"We have st learnt from an eminent publisher in this city t t Sir John Herschel, at the Cape of Good Hope, ha nade some astronomical discoveries of the most w derful description, by means of an immense telesc e of an entirely new principle."

চিত্র: নিউইয়র্ক সানের সিরিজের প্রথম রিপোর্টের খণ্ডাংশ

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভুয়া মৃত্যু সংবাদের সম্মুখীন হয়েছেন (Chua et. al., 2016)।

তথ্য চাহিদা বাড়লে ভুয়া সংবাদ বা গুজব ছড়ায় বেশি। যুদ্ধ এবং অন্যান্য সংকট যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তথ্য ঘাটতি প্রায়শই থাকে। ফেসবুক ও টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে ভুয়া সংবাদের বা গুজবের দৌরাত্ম্যও বেড়েছে।

ভুয়া সংবাদ উৎপাদন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতরণ, বিনিময় ও তথ্য গ্রহণ একটি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া। প্রথাগত সাংবাদিকতায় তথ্য উৎপাদন হয় সাংবাদিকদের মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্য উৎপাদন হয় বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে বিশেষ করে ইনটারনেটের আবির্ভাবে তথ্য বিতরণ প্রক্রিয়া প্রথাগত সাংবাদিকতা থেকে অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নির্ভর হয়ে উঠেছে। তিন হাজার সাংবাদিকের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, ২০ শতাংশ সাংবাদিক বলেছেন, তারা মনে করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাংবাদিকতার মৃত্যু ঘটিয়েছে (Paine, 2015)। কম্পিউটার ও মোবাইল ডিভাইসের সহজ ব্যবহারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। একে অন্যের সঙ্গে সহজে দ্রুত শেয়ার করার সুযোগ থাকার কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া সংবাদ অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।

বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের বেশিরভাগই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে। ২০১৮ সালে ২০০২ জন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীর ওপর জরিপে দেখা যায় ৬৮ শতাংশ আমেরিকান ফেসবুক, ৭৩ শতাংশ ইউটিউব এবং ২০-৪০ শতাংশ অন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন টুইটার ব্যবহার করে। Statcounter GlobalStates-এর তথ্যানুযায়ী (নভেম্বর ২০১৮) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৯২.৫৫ শতাংশই ফেসবুক ব্যবহার করে।

ভুয়া তথ্য ও সংবাদ প্রতিরোধ করতে Snopes এবং Politifact-এর মতো তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে fact-checking-journalism-এর জন্য নিয়োজিত থাকে। তবে প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান যেমন 'Factmata' প্রযুক্তিভিত্তিক ভুয়া তথ্য শনাক্তকরণ সেবা দিয়ে থাকে তার সেবাগ্রহীতাকে। মূলত তারা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ভুয়া তথ্য শনাক্ত করে।

ভুয়া সংবাদ ভাইরাল হলে তাৎক্ষণিক তা যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন হয়। ফ্যাক্ট-চেকার এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। ১৯৮৯ সালে ওয়াশিংটন পোস্টের রাজনৈতিক বিষয়ক লেখক ডেভিড ব্রোডার প্রথম তথ্য-যাচাই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন (Broder, 1989)। তাৎক্ষণিকভাবে এটা কার্যকর পদ্ধতি। সরকার তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভুয়া সংবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারে। সিঙ্গাপুরের যোগাযোগ